পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২২শ সংখ্যা, রমা একাদশী,
১৫ই অক্টোবর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৬.৫৭ – ০৯.২৫
(শ্রীধাম মায়াপুর)।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

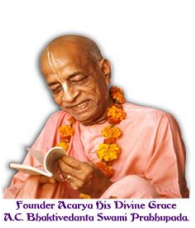

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

"ব্যক্তিগত উপলব্ধি"

- গর্বশূন্যঃ ব্যক্তিগত উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, পূর্বতন আচার্যদের মর্যাদা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে গর্বোদ্ধতভাবে নিজের বিদ্যা জাহির করা।
- শ্রদ্ধাবানঃ বক্তাকে অবশ্যই পূর্ণভাবে পূর্বতন আচার্যদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে।
- তত্ত্বজ্ঞঃ সেই বিষয়ে তাঁকে এত ভালভাবে অবগত হতে হবে, যাতে তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুসারে তা উপস্থাপন করতে পারেন।
- মূল উদ্দেশ্যঃ সেই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অব্যাহত থাকে।
- অসৎ অর্থ অনুচিতঃ তার কোন রকম অসৎ অর্থ করা কখনই উচিত নয়।
- সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপনঃ তথাপি শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্য তা সহজ এবং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। তাকেই বলা হয় উপলব্ধ জ্ঞান। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৪/১ তাৎপর্য)

"সাধু কিভাবে চিনব"

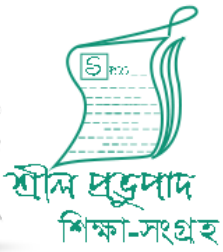

- চোখ নয় কান দিয়েঃ চোখ দিয়ে দেখে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য। কেউ যদি সাধুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত না থাকে, তা হলে কেবল সাধুকে দর্শন করে কোনও লাভ হয় না।

- শুকদেব গোস্বামীর সাধুত্বঃ শুকদেব গোস্বামী ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলসের কাহিনী বর্ণনে সক্ষম সাধু। তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন রকম প্রয়াস করেননি। তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন করতে শুরু করেন। তিনি যাদুকরের ভেল্কিবাজি দেখাবার প্রচেষ্টা করেননি।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৪/৬ তাৎপর্য)

"জীবের অসন্তোষ"

- আমাদের সমস্ত অসন্তোষের মূল কারণ – এই জড় জগতে লব্ধ সমস্ত জ্ঞান দেহ অথবা মনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- তা বোঝার উপায় – নারদ মুনির মতো মহাজনের শরণাপন্ন হতে হবে। জড়জাগতিক জ্ঞানের সব চাইতে বড় পণ্ডিতের পক্ষেও তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।
- নারদ মুনির শরণাগত কেন হতে হবে তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৫ তাৎপর্য)

"সন্ন্যাসীদের জন্য শিক্ষা"

- দিব্যজ্ঞান দান করা ছাড়া গৃহস্থদের গৃহে তাঁদের করণীয় আর কিছু নেই।
- তাদের গৃহকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই কেবল গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।
- কখনই গৃহস্থদের জাগতিক ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দর্শন করে মোহিত হওয়া উচিত নয়। এবং
- এইভাবে বিষয়ীদের অনুগত হয়ে পড়া উচিত নয়।
- যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে তা বিষপান করা অথবা আত্মহত্যা করার সমতুল্য। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৪/৮ তাৎপর্য)

"ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য"

- কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এই সমস্ত কর্তব্য থেকে মুক্ত হন।
- তাই কেউ যদি তা করেন এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সফল হন, তা হলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হল এবং তারপর অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হল। ইতিহাসে সে রকম কত দৃষ্টান্ত রয়েছে।
  - ★ ভরত মহারাজ, চিত্রকেতু মহারজ, অজামিল
- কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভগবানের চরণারবিন্দে শরণগত হওয়ার পর যদি কারো পতনও হয়, তবুও তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হবেন না। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে সর্ব অবস্থাতেই সেই সেবা চলতে থাকে।
- ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে স্বল্প ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনও অত্যন্ত ভয়ংকর অবস্থা থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৭ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

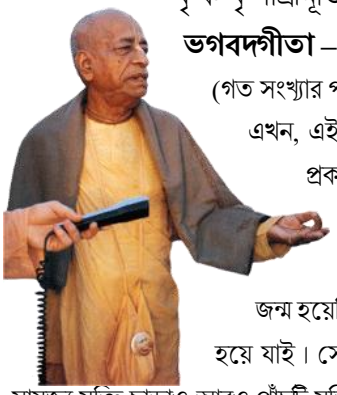

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভগবদগীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর)

এখন, এই মুক্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পাঁচ প্রকারের মুক্তি আছে। এর একটি মুক্তি হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হওয়া । আমরা, আমরা, আমরা··· পরমেশ্বর থেকে আমাদের জন্ম হয়েছিল। এখন মুক্তির পরে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। সেটিকে বলা হয় সাযুজ্য মুক্তি। এখন এই সাযুজ্য মুক্তি ছাড়াও আরও পাঁচটি মুক্তি আছে, যা আমরা, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বা ভগবানের ভক্তরা, তাঁরা গ্রহন করে। তাঁরা, তাঁরা, মূলত শুদ্ধভক্তরা কোন রকম মুক্তি কামনা করেন না। এমন কি যদি তাঁদেরকে দেওয়াও হয় তবুও না। তাঁরা কেবল ভগবানের সেবা অভিলাষ করেন। তাঁরা যেকোন যাতনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তাঁরা ঐ সকল যাতনার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁরা কি চান? শুদ্ধ ভক্তরা? তাঁরা চান যে, "আমি কেবল ভগবানের সেবা করব" । সেটিই তাঁদের উদ্দেশ্য। যাইহোক, এইসকল ভক্তরা তাদের জন্য অন্য ৪ প্রকার মুক্তি রয়েছে। এবং সেটি কি? এটি সাযুজ্য মুক্তি, ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া। তারপর সারূপ্য, সারূপ্য মুক্তির অর্থ হচ্ছে ভগবানের মত রূপ লাভ করা। ঠিক নারায়নের মত। নারায়ন হচ্ছেন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী। সুতরাং যারাই সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন তাঁরা ভগবানের মতই রূপ লাভ করেন।

জনৈক ভদ্রমহিলা: সা·····.. রূ···

জনৈক ভদ্রমহিলা: মুক্তি মুক্তি?

শ্রীল প্রভুপাদ: সারূপ্য, হ্যাঁ সারূপ্য। এটিকে সারূপ্য – মুক্তি বলা হয়। এবং

শ্রীল প্রভুপাদ: মুক্তি হ্যা।

জনৈক ভদ্রমহিলা: বাকী তিনটি।

শ্রীল প্রভুপাদ: বাকী তিনটি।····· আমি ইতিমধ্যেই দুটি সাযুজ্য ও সারূপ্য ব্যখ্যা করেছি। তারপর সালোক্য।

সালোক্য মানে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া। তারপর সার্ষ্টি। সার্ষ্টি মানে ভগবানের মত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। যেমন আমি পূর্বে ব্যখ্যা করেছি। ঐশ্বর্য, তিনি ভগবানের মতই ঐশ্বর্য লাভ করেন। তিনি ভগবানের মতই শক্তিশালী হয়ে যান। একেই বলা হয় সার্ষ্টি। এবং সর্বশেষ হচ্ছে সামীপ্য। সামীপ্য মানে সবসময় ভগবানের সান্নিধ্যে বা সাথে থাকে। ঠিক যেমন অর্জুন। অর্জুন সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে থাকেন। যখনই ভগবান অবতীর্ণ হন, অর্জুন তাঁর সাথে থাকেন। সামীপ্য। তারা কখনো আলাদা হন না। ঠিক যেমন স্বামী আর স্ত্রী কখনো আলাদা হন না। অথবা পিতা-পুত্র। অবশ্যই আজকাল প্রশ্ন আলাদা, কিন্তু সাধারনত পরিবারের সদস্যগণ একসাথে থাকেন। সামীপ্য। স্বামী, পিতা, পুত্র ... তারা একসাথে বাস করেন। কারণ এখানে সামীপ্য রয়েছে। সামীপ্য মুক্তি মানে সবসময় ভগবানের সঙ্গে থাকা।

অতএব এই পাঁচ প্রকার মুক্তি রয়েছে এবং মুক্তির পরেও জীবের, আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। যেমন, ভগবানের পার্ষদ, ভগবদ্ধামের বাসিন্দারা, অথবা যারা স্বারূপ্য লাভ করেছেন, আরও অনেক উপায়ে। এবং একজন ভগবানে লীনও হতে পারে। সেটিও গ্রহণযোগ্য। শুধু সাযুজ্য মুক্তিই মুক্তি নয়। সেটি মুক্তির মধ্যে একটি। কিন্তু ভক্তরা সেটি চান না। তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে চান। সেটিই হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মুক্তির পার্থক্য। সাযুজ্যও মুক্তি এবং সামীপ্যও মুক্তি। হ্যাঁ।

জনৈক ভদ্রমহিলা: অতএব, আমি কি বলতে পারি যে, আপনি অন্য যে চারটির কথা বলেছেন সেগুলি কি দেবতাদের জন্য ?

শ্রীল প্রভুপাদঃ না, দেবতারা, তারা মুক্ত না।

জনৈক ভদ্রমহিলা: তারা মুক্ত না ?

শ্রীল প্রভুপাদঃ না, দেবতারা জড় জগত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা। যেমন, সূর্য, সূর্যদেব। চন্দ্রদেব।

জনৈক ভদ্রমহিলা: আর যার কাজ করছে সেই সব অধীশ্বরদের ব্যাপার কি ?

শ্রীল প্রভুপাদঃ প্রকৃত অধীশ্বর হচ্ছেন ভগবান।

জনৈক ভদ্রমহিলা: হ্যাঁ। কিন্তু বিভিন্ন অধীশ্বর রয়েছেন, অথবা বিভিন্ন স্তরের, আপনি পূর্বে বলেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডে কর্মরত।

শ্রীল প্রভুপাদঃ হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের। ঠিক যেমন সবাই ভগবানের সেবক।

জনৈক ভদ্রমহিলা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ··· ? সেটি তা নয় যা আপনি বলেছিলেন ···

(বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)

- ☐ আপনি কি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাধারার অনুসারী একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ?
- ☐ আপনি কি ভবিষ্যতে একজন ব্রহ্মচারীরূপে আপনার জীবন শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় উৎসর্গ করতে আগ্রহী ?
  - ○ এবং সেজন্য আপনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী ও উৎসাহী ?
- ☐ কিংবা আপনি ভবিষ্যতে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে আজীবন শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় ব্রতী থাকার আকাঙ্খী ?
  - ○ এবং সেজন্য আপনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী ও উৎসাহী ?
- ★ যদি আপনার উত্তরগুলি হ্যাঁ হয় তবে আপনার জন্যেই মায়াপুর ইন্সটিটিউট থেকে একটি ১ বৎসরব্যাপী ভক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

MAYAPUR INSTITUTE

"ভাগবতাশ্রয়"

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ৯টি স্কন্ধ; লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আংশিক)

p.nimai.jps@gmail.com